



298243 - ফার্মাসিউটিক্যাল কৰ্তৃক রোগীকে হলেথ ইন্সুরেন্সেৰে ঔষধ বলি কৰাৰ হুকুম; যদি প্ৰবল ধাৰণা হয়
যে, ঔষধগুলো রোগীৰ প্ৰয়োজনৰে অতিরিক্ত এবং রোগী কিছু ঔষধ বকিৰি কৰবে

প্ৰশ্ন

আমি ফার্মাসিউটিক্যাল। রোগীদেৰে মাঝে হলেথ ইন্সুরেন্সেৰে ঔষধ বলি কৰে এমন এক ফার্মাসিউটিক্যাল আমি চাকুৰী কৰি। এক রোগী
আছে যিনি ইন্সুরেন্সেৰে খৰচে প্ৰতি মাসে ৩০০০ অৰ্থমুদ্রাৰ ঔষধ গ্ৰহণ কৰনে। অথচ তাৰ এ পৰিমাণ ঔষধ প্ৰয়োজন
নাই। প্ৰবল ধাৰণা হয় তিনি কিছু ঔষধ অৰ্থকে দামে অন্য ফার্মাসিউটিক্যালতো বকিৰি কৰে দবিনে। আমি যদি তাকে এ
ঔষধগুলো দহি এতে কি আমাৰ গুনাহ হব? উল্লেখ্য, ইন্সুরেন্স কোম্পানি এতে কোন সমস্যা নহে এবং রোগী আমাকে বাদ
দিয়ে অন্য ফার্মাসিউটিক্যাল থেকেও ঔষধগুলো নতি পাব? এ ঔষধগুলো কি রোগীৰ প্ৰাপ্য যে, এ ঔষধগুলো নিয়ে যা খুশি তা কৰা
তাৰ জন্য জায়ে: কিছু ঔষধ বকিৰি কৰে দয়ো কিংবা তাৰ কোন নিকটাত্মীয়কে দেওয়া; যাৰ ঔষধ প্ৰয়োজন?

প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কোন রোগীৰ কী ঔষধ প্ৰয়োজন ও কী পৰিমাণ প্ৰয়োজন তা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব ডাক্তাৰে; ফার্মাসিউটিক্যাল নয়।

অতএব, হলেথ ইন্সুরেন্সেৰে ঔষধ রোগীকে বলি কৰায় ফার্মাসিউটিক্যাল কোন গুনাহ হব না; এমনকি যদি তাৰ প্ৰবল ধাৰণা হয়
যে, এ ঔষধগুলো তাৰ প্ৰয়োজনৰে অতিরিক্ত তবুও। এৰ গুনাহ বৰ্তাবে রোগীৰ উপৰ এবং যে ডাক্তাৰ তাৰ জন্য ঔষধগুলো
লিখেছে তাৰ উপৰ; যদি তিনি এমন ঔষধ লিখে থাকনে যা রোগীৰ প্ৰয়োজন নহে। যহেতু এতে রয়েছে মথিয়া ও অন্যায়ভাবে
ইন্সুরেন্সেৰে সম্পদ ভোগ।

রোগীৰ জন্য যে ঔষধগুলো লখো হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল সে ঔষধগুলো ছাড়া অন্য কিছু রোগীকে দবিনে না। যমেন কোন রোগী
যদি কিছু ঔষধ বদল কৰে পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন সামগ্ৰী বা প্ৰসাধনী সামগ্ৰী নতি চায়। যহেতু ডাক্তাৰে প্ৰসেক্ৰিপশনে যা
লখো হয়েছে সটো বলি কৰাৰ জন্যই ফার্মাসিউটিক্যাল দায়িত্বপ্ৰাপ্ত। এবং যহেতু এতে ইন্সুরেন্স কোম্পানিৰ সাথে মথিয়াচাৰ
কৰা হয়: এমন ঔষধ ঐ রোগীৰ নামেৰে রেজিষ্টাৰি কৰাৰ মাধ্যমে যে ঔষধ ঐ রোগীৰে বসিভি কৰনে; বৰং অন্য কিছু বসিভি
কৰছে।



দুই:

ডাক্তার রোগীর প্রয়োজন সাপেক্ষে যে ঔষধগুলো তার জন্য লিখিচ্ছে রোগী সএ ঔষধগুলো গ্রহণ করার পর সএ এগুলোর মালকানা অর্জন করছে। তখন তার জন্য অন্য কাউকে ঐ ঔষধগুলো দয়া জায়ে হব; তবে শর্ত হচ্ছ এ দয়ার কারণে সএ যনে তার প্রয়োজনে অতিরিক্ত ঔষধ তলব না করে।

আর যদি ছল-ছাতুরি কিংবা মথিয়ার মাধ্যমে কোনে কিছু গ্রহণ করে: তাহলে সএ হারাম সম্পদ; সএ এর মালকি হব না। বরং এমন সম্পদ আত্মসাৎকৃত ও চুরকিত সম্পদরে ন্যায়। তার উপর আবশ্যক সএ ইনসুরনেস কোম্পানকি ফরেত দেওয়া কিংবা এর বদলে অন্য ঔষধ ফরেত দয়া কিংবা এ ঔষধরে মূল্য ফরেত দেওয়া। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "কনে হাত যা গ্রহণ করছে সএ ফরেত দয়া তার কর্তব্য।"।[মুসনাদে আহমাদ (২০০৯৮), সুনানে আবু দাউদ (৩৫৬১), সুনানে তরিমযি (১২৬৬) এবং সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪০০); শূআইব আল-আরনাউত 'মুসনাদরে তাহকীক'-এ বলেন: হাসান লি গাইরহি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।